রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

মকবুল দোয়া

রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

মকবুল দোয়া

মুফতি আজম মুহাম্মাদ আবদুস সালাম চাটগামী রহ.

অনুবাদ
মুফতি হিফজুর রহমান
প্রধান মুফতি, জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া মোহাম্মদপুর, ঢাকা

ইত্তিহাদ
পাবলিকেশন

রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মকবুল দোয়া

মুফতি আজম মুহাম্মাদ আবদুস সালাম চাটগামী রহ.
অনুবাদ : মুফতি হিফজুর রহমান
সম্পাদনা : মুফতি হাবীবুল্লাহ সোহাইল রায়পুরী
ভাষা-নীরিক্ষণ : আবদুল্লাহ আল মুনীর
বানান : রাশেদ মুহাম্মাদ
অঙ্গসজ্জা : শামীম আল হুসাইন

প্রকাশক : মাওলানা মুহম্মাদ ইসহাক
সংশোধিত সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০১৩
দ্বিতীয় সংস্করণ : জুলাই ২০২৩
সর্বস্বত্ব : সংরক্ষিত

অনলাইন পরিবেশক : রকামারি, ওয়াফিলাইফ, সহিফাহ
মূল্য : ৩০০ টাকা
আইএসবিএন : : ৯৭৮-৯৮৪-৯৬৯৪৯-৬-০

ইত্তিহাদ পাবলিকেশন
কওমি মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯৭৯-৭৬৪৯২৬, ০১৮৪৩-৯৮৪৯৮৪
Email: ettihadpub@gmail.com
www.facebook.com/Ettihadpublication

লেখকের মুখবন্ধ

আলহামদুলিল্লাহ, গত কয়েকবছর আগে আমার স্নেহের ছাত্র মুফতি হিফজুর রহমান (প্রধান মুফতি, জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া মোহাম্মদপুর) আমার রচিত 'রহমতে দো আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী মকবুল ও মুসতানাদ দোয়ায়েঁ' বইটি 'মকবুল দোয়া' নামে অনুবাদ করেছেন। আল্লাহর রহমতে খুব স্বল্প সময়ে বইটি সমাদৃত হয়েছে এবং বেশ ভালো বিক্রিও হয়েছে। যেহেতু পাঠকের চাহিদা ক্রমবর্ধমান, তাই আমি পাণ্ডুলিপি সামান্য পরিমার্জন ও তথ্যসূত্র যোগ করে পুনরায় ছাপার সিদ্ধান্ত নিই। এই সংস্করণে আমার স্নেহের দুই শাগরেদ মুফতি হাবিবুল্লাহ সোহাইল রায়পুরী এবং মুফতি কামরুল হাসান ভোলাবির সহায়তা নিই। মাশাআল্লাহ, তারা আমার সাথে যোগাযোগ রেখে মূল বইয়ের তথ্যসূত্র ও বিভ্রান্তিগুলো সংশোধন করেছেন। বিশেষভাবে মুফতি হাবিবুল্লাহ সোহাইল রায়পুরী পরিমার্জনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট শ্রম দিয়েছেন। এ ছাড়াও যারা এর সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাদের মধ্যে মাওলানা আবদুল মান্নান ভোলাবি, মাওলানা সাইফুল্লাহ খুলনাবি ও মুফতি অকিল উদ্দিন যশোরি অন্যতম।

আশা করছি বইটি পূর্বের নামেই তুলনামূলক সংশোধিত পরিমার্জিতরূপে প্রকাশ পাবে। দোয়া করি, যারা এই বইয়ের জন্য শ্রম দিয়েছেন, মহান আল্লাহ তাদের শ্রমকে কবুল করুন এবং শিক্ষাদীক্ষা, লেখালেখিসহ দীনের সকল ক্ষেত্রে অবদান রাখার তাওফিক দিন। আমিন।

সূচিপত্র

ভূমিকা ১৬

প্রথম অধ্যায়

আল্লাহর জিকির ও তার ফজিলত ১৭
দোয়ার ফজিলত ও গুরুত্ব ২২
দোয়ার আদব ২৪

প্রথম পরিচ্ছেদ

দোয়া কবুলের সময় ২৬
যে অবস্থায় দোয়া কবুল হয় ২৮
যে স্থানে দোয়া কবুল হয় ২৯
যাদের দোয়া দ্রুত কবুল হয় ৩০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আসমাউল হুসনার আলোচনা ৩২
আসমাউল হুসনার উপকারিতা ও বৈশিষ্ট্য ৩৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইসমে আজম-সংক্রান্ত ৪৯
ইসমে আজমের বর্ণনা ৪৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

দিবারাত্রির মাসনুন দোয়া ৫২

প্রথম পরিচ্ছেদ

সকাল-সন্ধ্যার আমল ৫৩
অপ্রত্যাশিত বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তার দোয়া ৫৩
সাপ-বিচ্ছুসহ যাবতীয় ক্ষতিকারক প্রাণী থেকে রক্ষার দোয়া ৫৩
সকাল-সন্ধ্যা জাহান্নাম থেকে সাতবার মুক্তি চাওয়ার দোয়া ৫৪
সুরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পাঠের ফজিলত ৫৪
সৃষ্টিজীবের ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষার মহৌষধ ৫৫
সকাল-সন্ধ্যা আয়াতুল কুরসি পাঠের ফজিলত ৫৬
মুসিবত থেকে রক্ষা পাওয়ার আমল ৫৬
সকল বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তার দোয়া ৫৭

সকালে ঘুম ভাঙার পর পড়ুন ৫৮
সূর্যাস্তের পর পড়ুন ৫৮
ঈমানে বরকত ও তৃপ্তি এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির দোয়া ৫৮
জানমালের নিরাপত্তার দোয়া ৫৯
সকাল-সন্ধ্যা শয়তানের অনিষ্ট থেকে মুক্তির দোয়া ৫৯
আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের দোয়া ৫৯
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিরাপদ থাকার দোয়া ৬০
সকাল-সন্ধ্যায় বরকত অর্জনের দোয়া ৬০
কুফরি, দারিদ্র্য ও কবরের আজাব থেকে মুক্তির দোয়া ৬০
সমস্ত বালা-মুসিবত থেকে আশ্রয় প্রার্থনার দোয়া ৬১
ঈমানের হেফাজত ও ইখলাস অর্জনের দোয়া ৬১
কঠিন মুসিবত থেকে উত্তরণের দোয়া ৬১
দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি থেকে মুক্তির দোয়া ৬২
ঈমানের হেফাজত ও অধিক সওয়াব লাভের দোয়া ৬২
সন্ধ্যাবেলায় নিরাপদ থাকার দোয়া ৬২
সূর্যোদয়ের পর পড়ুন ৬৩
সকাল-সন্ধ্যায় ক্ষমা চাওয়ার দোয়া ৬৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইস্তেগফার-সংক্রান্ত ৬৪
ইস্তেগফারের তাৎপর্য ও উপকারিতা ৬৪
ইস্তেগফারের গুরুত্ব ৬৫
রাসুলুল্লাহ সালাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইস্তেগফার ৬৭
ইস্তেগফারের পার্থিব উপকারিতা ৬৮
গুনাহের উপর লজ্জিত হওয়ার ব্যাখ্যা ৬৯
সংক্ষিপ্ত ইস্তেগফার ৭১
সাইয়েদুল ইস্তেগফার ৭২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঘুম ও স্বপ্ন-সংক্রান্ত ৭৩
শয়নকালের সুন্নাত ও দোয়া ৭৩
শয়নকালে সুরাগুলো পড়ুন ৭৬
ভালো স্বপ্ন দেখলে করণীয় ৭৬
খারাপ স্বপ্ন দেখলে করণীয় ৭৬

ভয়ের স্বপ্ন দেখলে করণীয়.....৭৭
কারও স্বপ্নের কথা শুনলে করণীয়.....৭৭
স্বপ্ন-সংক্রান্ত কিছু আদব.....৭৭
ঘুম না এলে পড়ুন.....৭৭
ঘুমন্ত অবস্থায় ভয় পেলে পড়ুন.....৭৮
শোয়ার পর ঘুম চলে গেলে পড়ুন.....৭৮
ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে পড়ুন.....৭৯
ঘুম থেকে জেগে নবীজি এ দোয়াটি পড়তেন.....৮০
পার্শ্ব পরিবর্তনের সময় ঘুম ভেঙে গেলে পড়ুন.....৮০
ঘুম থেকে জেগে পুনরায় শয়ন করলে এ দোয়াটি পড়ুন.....৮১

তৃতীয় অধ্যায়

বিভিন্ন মুহূর্তের দোয়া.....৮২

প্রথম পরিচ্ছেদ

পবিত্রতা-সংক্রান্ত.....৮৩
ইস্তেঞ্জার আদব.....৮৩
শৌচাগারে প্রবেশের দোয়া.....৮৪
শৌচাগার থেকে বের হওয়ার দোয়া.....৮৪
কাপড় পরিধানের দোয়া.....৮৫
নতুন কাপড় পরিধানের দোয়া.....৮৫
কাপড় খোলার দোয়া.....৮৬
ওজুর পূর্বে পড়ুন.....৮৬
ওজুর পর আসমানের দিকে তাকিয়ে পড়ুন.....৮৬
অতঃপর এ দোয়াটি পড়ুন.....৮৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তাহাজ্জুদ ও বিতির-সংক্রান্ত.....৮৮
তাহাজ্জুদ নামাজ ও তার ফজিলত.....৮৮
তাহাজ্জুদ নামাজ কত রাকাত.....৯০
তাহাজ্জুদ নামাজ সুন্নাত.....৯০
বিতির নামাজ শেষরাতে পড়া মুস্তাহাব.....৯০
তাহাজ্জুদ নামাজের মুস্তাহাব সময়.....৯১
বিতির নামাজ কত রাকাত.....৯১
দোয়ায়ে কুনুত.....৯২

কুনুতে নাজেলা ৯২
বিতির নামাজের সালাম ফিরিয়ে তিনবার পড়ুন ৯৩
অতঃপর এ দোয়াটি পড়ুন ৯৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আজান, মসজিদ ও নামাজ-পরবর্তী আমল-সংক্রান্ত ৯৪
আজানের উত্তর ৯৪
আজানের পর দরুদ শরিফ ও দোয়া ৯৪
ফজরের সুন্নাতের পর এ দোয়াটি পড়ুন ৯৫
ঘর থেকে বের হওয়ার দোয়া ৯৫
ঘরে প্রবেশের দোয়া ৯৬
মসজিদে প্রবেশের দোয়া ৯৬
মসজিদে প্রবেশের পর পড়ুন ৯৭
মসজিদ থেকে বের হওয়ার দোয়া ৯৭
মসজিদে হারানো বস্তুর ঘোষণা করা হলে উত্তরে বলুন ৯৮
মসজিদে বেচাকেনা করতে দেখলে পড়ুন ৯৮
নামাজ শুরুর পর দাঁড়িয়ে এ দোয়াটি পড়ুন ৯৮
ফরজ নামাজের পর এই দোয়া পড়ুন ৯৯
নবীজী কখনো ফজরের পর এই দোয়া পড়তেন ৯৯
নামাজের সালাম ফিরিয়ে পড়ুন ৯৯
প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর পড়ুন ৯৯
ফরজ নামাজের পর এ দোয়াটিও পড়ুন ১০০
ঋণ পরিশোধের জন্য নবীজি এ দোয়াটি পড়তেন ১০০
ফরজ নামাজের পর দোয়া কবুল হয় ১০০
ফজর ও মাগরিবের পর জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনার দোয়া ১০১
পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর পড়ুন ১০১
ফরজ নামাজের পর ১০০ বার সুবহানাল্লাহ পড়ার ফজিলত ১০২
ফরজ নামাজের পর আয়াতুল কুরসি পড়ার ফজিলত ১০২
ফরজ নামাজের পর এ দোয়াটিও পড়ুন ১০৩
ফরজ নামাজের পর এ দোয়াটিও পড়ুন ১০৩
ফরজ নামাজের পর এ দোয়াটিও পড়ুন ১০৩
এই বাক্যটি পাঠ করে দোয়া শেষ করুন ১০৩
দোয়ার আগে বা পরে মাথায় হাত রেখে পড়ুন ১০৪

দাঁড়িপাল্লায় ভারী কালিমা ১০৪
সবচেয়ে উত্তম দোয়া ১০৪

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইস্তেখারা, বিয়ে ও দাম্পত্য-সংক্রান্ত ১০৫
ইস্তেখারা ১০৫
ইস্তেখারার দোয়া ১০৫
মোহরের পরিমাণ ১০৬
বিয়ের সুন্নাতি খুতবা ১০৭
বিয়ে-শাদীতে বরকে মোবারকবাদ দেওয়ার দোয়া ১০৯
প্রথম সাক্ষাতে বর যে দোয়াটি পড়বে ১০৯
স্ত্রী সহবাসের দোয়া ১১০
সন্তান লাভের জন্য কুরআনে বর্ণিত দোয়া ১১০
মুসাফাহার দোয়া ১১১
হাদিয়া প্রদানকারীর জন্য দোয়া ১১১
বিয়ের পর মেয়েকে বিদায় দেওয়ার দোয়া ১১১
স্বামী-স্ত্রীর কারও ভাষা রুক্ষ বা অশালীন হলে ১১১

চতুর্থ অধ্যায়

বিভিন্ন কাজের দোয়া ১১২

প্রথম পরিচ্ছেদ

পানাহার-সংক্রান্ত ১১৩
খাবার শুরু করার দোয়া ১১৩
বিসমিল্লাহ ভুলে গেলে স্মরণ হওয়া মাত্র পড়ুন ১১৩
খাওয়ার পরের দোয়া ১১৩
মেজবানের জন্য দোয়া ১১৩
ক্ষুধা থেকে রক্ষা পাওয়ার দোয়া ১১৪
খাবারশেষে দস্তরখানা উঠানোর দোয়া ১১৪
পরিতৃপ্ত হয়ে খেলে এ দোয়া পড়ুন ১১৪
খাবারশেষে পানি পান করে নবীজি পড়তেন ১১৫
নতুন ফল খাওয়ার দোয়া ১১৫
দুধ পান করার দোয়া ১১৫
বৃষ্টি-সংক্রান্ত ১১৫
রহমতের বৃষ্টি প্রার্থনার দোয়া ১১৫

বৃষ্টিতে ক্ষতির আশঙ্কা হলে এই দোয়াটি পড়ুন ১১৬
বৃষ্টি শুরু হলে এ দোয়াটি পড়ুন ১১৬
বৃষ্টির ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকার দোয়া ১১৬
মেঘের গর্জন ও বজ্রপাতের সময় পড়ার দোয়া ১১৬
ঝড়-তুফানে পড়ুন ১১৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সফর ও চলাফেরা-সংক্রান্ত ১১৮
যানবাহনে আরোহনের দোয়া ১১৮
সফরে বের হওয়ার দোয়া ১১৮
বিদায় দেওয়ার দোয়া ১১৯
বিদায় নেওয়ার দোয়া ১১৯
সফরে কোথাও অবস্থান করলে পড়ুন ১১৯
সফরে শরীরের কোথাও ব্যথা পেলে পড়ুন ১১৯
বাজারে প্রবেশ করার দোয়া ১১৯
উপরে আরোহণের সময় পড়ুন ১২০
সমতল ভূমিতে চলার সময় পড়ুন ১২০
নিচু ভূমিতে অবতরণ করলে বলুন ১২০
কোনো বসতিতে প্রবেশ করার দোয়া ১২০
সফর থেকে ফিরে আসার দোয়া ১২০
আসমানের দিকে তাকালে এ দোয়াটি পড়ুন ১২১
নতুন চাঁদ দেখার দোয়া ১২১
রজব ও শাবানের চাঁদ দেখার দোয়া ১২১
মজলিস থেকে উঠার দোয়া ১২১
জ্ঞানবৃদ্ধি ও কার্যকরী জ্ঞানের জন্য দোয়া ১২২
বক্ষ প্রশস্ত হওয়ার দোয়া ১২২
দীন ও দুনিয়ার পেরেশানি দূর করার আমল ১২২
দীন-দুনিয়ায় কামিয়াবির জন্য উত্তম দোয়া ১২২

৩য় পরিচ্ছেদ

সালাম-সংক্রান্ত ১২৩
সালাম ১২৩
সালামের উত্তর ১২৩
কারও মাধ্যমে সালাম পৌঁছালে ১২৩

অমুসলিমকে সালাম ১২৪
অমুসলিমকে সালামের জবাব ১২৪

৪র্থ পরিচ্ছেদ

বাহ্যিক ও আত্মিক পরিশুদ্ধি-সংক্রান্ত ১২৫
রহমতের পূর্ণ আশা রাখার দোয়া ১২৫
নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণিত পরিপূর্ণ দোয়া ১২৫
অন্তর, মুখ ও চোখ পবিত্র রাখার দোয়া ১২৫
বাহ্যিক ও আত্মিক পবিত্রতার দোয়া ১২৭
উভয় জগতে সম্মানপ্রাপ্তির দোয়া ১২৮
সুস্থতা ও উত্তম চরিত্রের জন্য দোয়া ১২৮
হাঁচির দোয়া ও তার উত্তর ১২৮
স্থায়ী সুস্বাস্থ্য ও নেয়ামতের জন্য দোয়া ১২৯
জটিল রোগ থেকে মুক্তির দোয়া ১২৯
খারাপ চরিত্র ও নিফাক থেকে বাঁচার দোয়া ১২৯
হেদায়েত ও সম্পদ অর্জনের দোয়া ১২৯

পঞ্চম অধ্যায়

দুশ্চিন্তা-মুসিবত ও রোগ-ব্যাধি-সংক্রান্ত দোয়া ১৩০

প্রথম পরিচ্ছেদ

দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি-সংক্রান্ত ১৩১
দুশ্চিন্তা দূর করা ও ঋণ আদায়ের দোয়া ১৩১
ঋণ পরিশোধের আরেকটি দোয়া ১৩১
চিন্তা ও অশান্তি দূর হওয়ার দোয়া ১৩২
পূর্ণ একিন হাসিল ও জুলুম থেকে নিষ্কৃতির দোয়া ১৩২
জটিল পেরেশানি দূর করার দোয়া ১৩৩
দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি দূর করার আরেকটি আমল ১৩৪
প্রতি নামাজের পর একশতবার পড়ুন ১৩৪
বিশেষ ব্যক্তি বা দলের ভয় হলে ১৩৪
বিচারক বা জালিমের ভয় হলে ১৩৫
শয়তান, জিন ইত্যাদির ভয় হলে ১৩৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বালা-মুসিবত-সংক্রান্ত ১৩৭
বিপদগ্রস্ত কাউকে দেখলে ১৩৭

কোনো পেরেশান ব্যক্তিকে দেখলে ১৩৭
বদ নজরের দোয়া ১৩৮
বদ নজরের আরেকটি দোয়া ১৩৮
বদ নজরের আরেকটি দোয়া ১৩৮
জন্তুর উপর বদ নজর লাগলে ১৩৮
অসৎ প্রতিবেশী থেকে রক্ষার দোয়া ১৩৯
রোগী দেখার সময় এই দোয়া পড়ুন ১৩৯
জিবরাইল আ.-এর ঝাড়ফুঁক ১৩৯
জিনের আসর দূর করার দোয়া ১৪০
নৌযানে আরোহনের দোয়া ১৪১
ব্যথা-বেদনা উপশমের দোয়া ১৪১
কোনো জিনিস হারিয়ে গেলে বা চাকর পালিয়ে গেলে ১৪১
হারানো জিনিস ফিরে পাওয়ার আরেকটি আমল ১৪২
পাগলের চিকিৎসা ১৪২
সাপ-বিচ্ছু দংশন করলে ১৪২
কারও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জ্বলে গেলে পড়বে ১৪২
আগুন নেভানোর দোয়া ১৪৩
প্রস্রাব বন্ধ হলে বা পাথরি হলে পড়ুন ১৪৩
ক্ষতস্থানে পড়ার দোয়া ১৪৩
হাত-পা নিস্তেজ হলে করণীয় ১৪৩
শরীরের কোথাও ব্যথা হলে ১৪৪
কীট-পতঙ্গ থেকে রক্ষা পাওয়ার দোয়া ১৪৪
আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার উত্তম দোয়া ১৪৫
কঠিন রোগ বা বিপদের সময় পড়ুন ১৪৫
আয়াতে শিফা ১৪৫
জাদু দূর করার দোয়া ১৪৬
উদ্দেশ্য অর্জনের দোয়া ১৪৬
সালাতুল হাজত ও দোয়া ১৪৮
কুরআন হিফজের আমল ও দোয়া ১৪৮
চোখের রোগ-ব্যাধির দোয়া ১৫০
জ্বরের দোয়া ১৫০
রোগী দেখতে গেলে পড়ুন ১৫০

দুশ্চিন্তা ও মুসিবত থেকে শীঘ্রই নাজাত পেতে ১৫১
আল্লাহর নিরাপত্তার দূর্গ ১৫১
রিজিকবৃদ্ধির দোয়া ১৫১
রিজিক, পূর্ণ হজ ও উমরার সওয়াব ১৫২
রিজিকের সংকীর্ণতা দূর করার কুরআনি আমল ১৫৩
শত্রুর ভয় অথবা মোকাবেলার সময় পড়ুন ১৫৩
শত্রুকে আক্রমণের সময় পড়ুন ১৫৩
অত্যধিক দুশ্চিন্তা ও পেরেশানির সময় এই দোয়া পড়ুন ১৫৪
মোরগের আওয়াজ শুনলে এ দোয়াটি পড়ুন ১৫৪
গাধা এবং কুকুরের আওয়াজ শুনলে পড়ুন ১৫৪
ভয়-ভীতির সময় পড়ুন ১৫৫
মুখাপেক্ষিতা ও অপমান থেকে রক্ষা পাওয়ার দোয়া ১৫৫
বার্ধক্য থেকে আশ্রয় চাওয়ার দোয়া ১৫৫
বদবখত ও শত্রুর উল্লাস থেকে রক্ষার দোয়া ১৫৫
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষতি থেকে রক্ষার দোয়া ১৫৬
বিপদাপদ ও ভয়-ভীতি থেকে রক্ষার দোয়া ১৫৬
ভয় এবং গুনাহ থেকে বাঁচার দোয়া ১৫৬
রাগ দূর করার দোয়া ১৫৬
জান্নাতের খাজানা অর্জনের দোয়া ১৫৭
অল্প সময়ে অধিক জিকিরের ফজিলত লাভের দোয়া ১৫৭
কঠিন সমস্যা সমাধানের দোয়া ১৫৭
সাহায্যকারী বা হাদিয়া দানকারীর জন্য দোয়া ১৫৭
ঋণ উসুল করার সময় এই দোয়া পড়ুন ১৫৮
ডাকাত থেকে রক্ষা পাওয়ার দোয়া ১৫৮
পেরেশানিতে গাইরুল্লাহ থেকে বিমুখ হয়ে আল্লাহমুখী হওয়ার দোয়া ১৫৯
উভয় জগতের অপমান থেকে রক্ষার দোয়া ১৫৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

অন্তিমকালের দোয়া ১৬০
কঠিন অসুস্থতার মুহূর্তে পড়ুন ১৬১
মারাত্মক অসুস্থ অবস্থায় পড়ুন ১৬১
শাহাদাত এবং মদিনায় মৃত্যুর জন্য দোয়া ১৬১
মৃত্যুর নিদর্শনাবলি প্রকাশ পেলে এই দোয়া পড়বে ১৬২

মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তিকে তালকিন ১৬২
মাইয়্যেতের নিকট উপস্থিত ব্যক্তিরা পড়বে ১৬৩
মৃত্যুর সংবাদ শুনলে এই দোয়া পড়ুন ১৬৩
কারও সন্তান মারা গেলে এই দোয়া পড়বে ১৬৩
মৃত ব্যক্তির উপর হা-হুতাশ করা গুনাহ ১৬৪
সান্ত্বনা দানকারী এই দোয়া পড়বে ১৬৪
মায়্যিতকে গোসল দেওয়া এবং কবরে রাখার সময় পড়বে ১৬৫
দাফন শেষ করে পড়বে ১৬৬
দাফন করার পর পড়বে ১৬৬
কবর জিয়ারতের দোয়া ১৬৬
জানাজার নামাজ ১৬৭
সালাম ফিরিয়ে হাত না উঠিয়ে পড়বে ১৬৯
মায়্যিত ছোট বাচ্চা হলে এই দোয়া পড়বে ১৬৯
মৃতব্যক্তির ক্ষমার জন্য এই দোয়া পড়বে ১৭০

সপ্তম অধ্যায়

দরুদ শরিফ ১৭১
দরুদ শরিফ কী ও কেন ১৭২
হাদিসের আলোকে দরুদের ফজিলত ১৭৪
দরুদ শরিফ না পড়ার উপর ধমকি ১৭৮
দরুদ ও সালাম পাঠ করার পদ্ধতি ও তার শব্দাবলী ১৮০

পরিশিষ্ট

কতিপয় সুরার ফজিলত ১৮৯
সুরা ফাতিহা সকল রোগের শিফা ১৮৯
সুরা বাকারার ফজিলত ১৮৯
আয়াতুল কুরসির ফজিলত ১৯০
সুরা বাকারার শেষাংশের ফজিলত ১৯০
সুরা কাহাফের ফজিলত ১৯০
সুরা ইয়াসিনের ফজিলত ১৯০
সুরা মুলকের ফজিলত ১৯১
সুরা ওয়াকিয়াহ-এর ফজিলত ১৯১
আরও কিছু সুরার ফজিলত ১৯১
ইসালে সওয়াবের নিয়ম ১৯২

ভূমিকা

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

فَاذْكُرُوْنِيْ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْلِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنَ

'তোমরা আমাকে স্মরণ করো, তাহলে আমিও তোমাদের স্মরণ রাখব। আর, তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, অকৃতজ্ঞ হয়ো না।'[১]

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেই মহান সত্তা, যাকে সর্বাবস্থায় এবং সকল ক্ষেত্রে স্মরণ করা হলেও পরিপূর্ণ হক আদায় হবে না। কারণ তিনি মানুষসহ সকল সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা। গোটা বিশ্ব ও মানবজাতির প্রতিপালক তিনিই। তিনিই সবার যাবতীয় সমস্যা সমাধান করেন। তিনিই সৃষ্টিজগতের অনু-পরমাণুর পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। দিকদিগন্তে ছড়িয়ে থাকা প্রতিটি মানুষের খবর তিনিই রাখেন এবং সবার সাহায্যকারী তিনিই। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন; সবকিছু তারই মুখাপেক্ষী। এজন্যই তিনি তার সকল বান্দাকে নির্দেশ দিয়েছেন, তোমরা আমাকে সার্বক্ষণিক স্মরণ করো, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ রাখব। এতে তোমাদেরই উপকার হবে। কেউ তোমাদের অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না। প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহকে স্মরণ করার পন্থা তিনিই বাতলে দিয়েছেন যে, তোমরা উঠতে-বসতে, শয়নে-চেতনে, দিনে-রাতে, সকাল-সন্ধ্যায় আমার হাবিব সালাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী ইবাদত-বন্দেগি করো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখনিঃসৃত দোয়াসমূহ যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, সেভাবেই পড়ো। কারণ, বিভিন্ন সময় ও স্থানে বর্ণিত দোয়াগুলো পাঠ করার অর্থ হলো, ওই মূহূর্তে আল্লাহকে স্মরণ করা ও তার ইবাদত করা। আর আল্লাহর ইবাদতই মানবসৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য। বক্ষ্যমাণ বইটিতে বিভিন্ন অবস্থায় রাসুলে আকরাম সালাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের পঠিত দোয়াগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়েছে; যাতে মুসলমান ভাই-বোনেরা এ দোয়াগুলোর আলোকে সুন্নাতি জীবনযাপন করতে পারে।

মুহাম্মাদ আবদুস সালাম চাটগামী রহ.
জামিআতুল উলুম আল-ইসলামিয়া বানুরিটাউন, করাচি, পাকিস্তান।
১৪. ০৪. ১৪১৬

---

১. সুরা বাকারা, আয়াত : ১৫২

প্রথম অধ্যায়

আল্লাহর জিকির ও তার ফজিলত

আল্লাহর জিকিরের অর্থ আল্লাহকে স্মরণ করা। প্রকৃত অর্থে তার প্রতিটি হুকুমের বাস্তবায়নই তার জিকির। নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, আল্লাহু আকবার বলা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা, আলহামদুলিল্লাহ বলা, সুবহানাল্লাহ বলা, কুরআন পাঠ করা ও শ্রবণ করা, কুরআন শিক্ষা দেওয়া, সুন্নাতের উপর আমল করা, সুন্নাতের আলোচনা করা, দীনি বিষয়াবলি লেখা এবং প্রকাশ করা। এ ছাড়াও যত ওজিফা কুরআন-হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো পাঠ করা–এ সবই জিকিরের অন্তর্ভুক্ত। ইরশাদ হচ্ছে-

يَا اَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْااذْكُرُواالله ذِكْرًا كَثِيْرًا وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَاَصِيْلًا

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করো এবং সকাল-সন্ধ্যায় তার পবিত্রতা বর্ণনা করো।'[১]

এই আয়াতের ভাষ্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তোমরা ফরজ ও ওয়াজিবসমূহ আদায় করার পর অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকো। প্রতিটি মুহূর্ত যেন আল্লাহ ও তার রাসুলের অনুসরণে অতিবাহিত হয়। একটি মুহূর্তও যেন তার স্মরণ ছাড়া অতিবাহিত না হয়। বান্দা যখন আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ পালনে সর্বদা মগ্ন থাকে, তখন আল্লাহর রহমত ও সাহায্য তার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَاذْكُرُوْنِيْ اَذْكُرْكُمْ

'তোমরা আমাকে স্মরণ করো, তাহলে আমিও তোমাদেরকে আমার দয়া ও রহমতের সাথে স্মরণ করব।'[২]

সুবহানাল্লাহ! কত আশ্চর্যের কথা, আল্লাহ তায়ালা সেই মহান সত্তা, যিনি কোনো বস্তুর মুখাপেক্ষী নয়; অথচ বান্দা তাকে স্মরণ করলে তিনিও তাকে স্মরণ করেন। তার উপর অনুগ্রহ করেন। তার উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তার নৈকট্য অর্জনের সুযোগ দান করেন। তাকে সমস্ত বালা-মুসিবত থেকে নিরাপদ রাখেন। আল্লাহ তায়ালা এ ধরনের বান্দাদের ব্যাপারে ইরশাদ করেন,

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ

'আল্লাহ তায়ালাকে যারা দাঁড়ানো, বসা ও শয়নরত অবস্থায় স্মরণ করে, তারাই প্রকৃত জ্ঞানী।'[৩]

---

১. সুরা আহযাব, আয়াত : ৪১-৪২
২. সুরা বাকারা, আয়াত : ১৫২
৩. সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৯১

অর্থাৎ যে বান্দা প্রতিটি অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে, নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগিতে মশগুল রাখে, সর্বদা আল্লাহর জিকির ও তাসবিহ পাঠে নিমগ্ন থাকে; তারাই জ্ঞানী। প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে স্মরণ রাখেন। হাদিস শরিফে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ وَ اَنَا مَعَهٗ اِذَا ذَكَرَنِيْ فَاِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ نَفْسِهٖ ذَكَرْتُهٗ فِيْ نَفْسِيْ وَ اِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ مَلَإٍ ذَكَرْتُهٗ فِيْ مَلَإٍ خَيْرٍمِنْهُمْ

'আমি আমার বান্দাদের ধারণামাফিক আচরণ করে থাকি। সে আমার সম্পর্কে যেমন ধারণা পোষণ করে, আমি তার সাথে তেমন আচরণ করি। যখন সে আমাকে স্মরণ করে, আমি তার সঙ্গে থাকি। সে যদি আমাকে মনে মনে মনে স্মরণ করে, আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি। সে যদি আমাকে কোনো বৈঠকে স্মরণ করে, আমিও তাকে উত্তম এক বৈঠকে স্মরণ করি।'[১]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لِكُلِّ شَيْئٍ صِقَالَةٌ وَصِقَالَةُ الْقُلُوْبِ ذِكْرُ اللهِ

'প্রতিটি জিনিসের রেত রয়েছে। মনের রেত হচ্ছে আল্লাহর জিকির।'[২]

ফায়দা : গুনাহের কারণে মানুষের অন্তরে মরিচা পড়ে যায়। গুনাহ যত বেশি, মরিচাও তত বেশি। এই মরিচা দূর করার পন্থা হচ্ছে আল্লাহর জিকির। আরেক হাদিসে কুরআনুল কারিম তেলাওয়াতের কথা এসেছে।

মেশকাত শরিফের একটি হাদিসে এসেছে, 'নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, শয়তান মানুষের অন্তরে আধিপত্য বিস্তার করে থাকে। কিন্তু মানুষ যখন জিকির করে, তখন শয়তান পিছুটান দেয়। আবার যখন মানুষ জিকির থেকে উদাসীন হয়ে যায়, শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিতে থাকে, যেন সে আল্লাহর জিকির থেকে উদাসীন থাকে।'[৩]

এজন্য প্রত্যেক মুসলিম ভাই-বোনের জন্য আবশ্যক হলো, সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ রাখা এবং এক মুহূর্তের জন্যও জিকির থেকে উদাসীন না হওয়া। হাদিস শরিফে এসেছে,

اَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ

'সর্বোত্তম জিকির হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।'[৪]

১. সহিহ বুখারি, ২/১১০১, হাদিস নং : ৭৪০৫
২. মেশকাত শরিফ, ১/১৯৯, হাদিস নং : ২২৮৬
৩. মেশকাত শরিফ, ১/১৯৯
৪. সুনানে তিরমিজি, ২/১৭৬, হাদিস নং : ৩৩৮৩

কেননা এতে আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের স্বীকারোক্তি দেওয়া হয়েছে। আর, এতে রয়েছে সকল শিরকের প্রতি অস্বীকারোক্তি। মূলত এটাই দীন ও ইবাদতের ভিত্তি। যদি কালিমার এ আকিদা পোষণ না করা হয়, তাহলে সমস্ত আমল অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ-এর জিকিরের মাধ্যমে তাওহিদ বা একত্ববাদকে স্বীকার করা হয়। শিরককে অস্বীকার করা হয়। এর দ্বারা পরকালে অশেষ সওয়াব অর্জন হয়। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, এই কালিমার জিকিরকারী জান্নাতের অফুরন্ত নেয়ামতলাভে ধন্য হবে। এ ছাড়াও যে ব্যক্তি আল্লাহর জিকির করবে, আল্লাহ তাকে স্মরণ করবেন এবং তার পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। তার উপর নেয়ামত অবতরণ করবেন। তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেবেন। তার হৃদয়ে নুর সৃষ্টি করে দেবেন। তার হৃদয়কে আলোকিত করে দেবেন। ভবিষ্যতে জিকির করার ও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দান করবেন। অতএব জিকিরের অসংখ্য উপকার রয়েছে, তা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত।

হাদিস শরিফে আছে, 'কেয়ামতের দিন আমার সুপারিশ দ্বারা ওই ব্যক্তি বেশি উপকৃত হবে, যে আন্তরিকতার সঙ্গে খাঁটি নিয়তে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ পাঠ করেছে (অর্থাৎ এর উপর অটল থেকেছে)।'[১]

হাদিস শরিফে আরও ইরশাদ হয়েছে, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রেখে খালেস নিয়তে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ পাঠ করে মৃত্যুবরণ করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যদিও সে যেনা অথবা চুরি করে থাকে।'[২] অর্থাৎ সে জীবিত থাকা অবস্থায় যেনা ও চুরির মতো বড় গুনাহ করার পর যদি জীবদ্দশায় তাওবা করে নেয়, তাহলে সে সোজা জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যদি তাওবা না করে, তাহলে আল্লাহ চাইলে তাকে ক্ষমা করে দেবেন, নতুবা শাস্তি পেয়ে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

অন্য এক হাদিসে আছে, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে খাঁটি নিয়তের সাথে কালিমা পাঠ করবে, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।'[৩]

এ বর্ণনাগুলোর সারকথা হলো, যে ব্যক্তি ঈমান ও একিনের সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়তে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ পাঠ করবে, সে মুমিন সাব্যস্ত হবে। এরপর

১. সহিহ বুখারি, ২/৯৭২, হাদিস নং : ৬৫৭০
২. সহিহ বুখারি, ২/৮৬৭, হাদিস নং : ৫৮২৭
৩. সহিহ বুখারি, ২/১১০২, হাদিস নং : ৭৪১০

সে যদি সারাজীবন কুফর এবং কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে তাকওয়া ও পরহেজগারির সাথে জীবনযাপন করে, তাহলে সে জান্নাতে যাবে। কিন্তু কেউ যদি আল্লাহর একত্ববাদকে স্বীকার করার পর শিরক ও কুফরি ব্যতীত অন্য কোনো কবিরা গুনাহে লিপ্ত হয়ে তাওবা ছাড়া মারা যায়, তাহলে সে জাহান্নামের উপযুক্ত সাব্যস্ত হবে।

আল্লাহ যদি দয়া না করেন, তাহলে জাহান্নামে যেতে হবে। তারপর তাওহিদকে স্বীকার করার কারণে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। আর যদি মৃত্যুর পূর্বে তাওবার সুযোগ হয় এবং আল্লাহ তায়ালা তার তাওবা কবুলও করে থাকেন এবং لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ কালিমার উপর তার মৃত্যু হয়ে থাকে, তাহলে সে বেঁচে যাবে, জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতের অধিকারী হবে।

মোদ্দাকথা, শিরক আর কুফর থেকে বেঁচে থাকলে বাকি গুনাহগুলো আল্লাহ চাইলে ক্ষমা করে দেবেন। তবে এটা একান্তই আল্লাহর ইচ্ছে। আল্লাহ ইচ্ছে করলে তাওবার মাধ্যমে মাফ করতে পারেন, আবার তাওবা ছাড়াও মাফ করতে পারেন। সুতরাং لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ হলো সর্বোত্তম জিকির। অবসর সময়ে যত বেশি সম্ভব, এ কালিমার জিকির করা উচিত। হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, 'যে ব্যক্তি বেশি বেশি لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ এর জিকির করবে, তার ঈমান তাজা হবে।'[১]

হাদিস শরিফে আরও ইরশাদ হয়েছে, 'যে ব্যক্তি ঈমান ও একিনের সাথে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ বলবে, তার সওয়াবে পাল্লা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। যদি এক পাল্লায় গোটা আসমান-জমিন রাখা হয় আর অপর পাল্লায় لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ বা এর সওয়াব রাখা হয়, তাহলে এর পাল্লা ভারী হবে।'[২]

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, যে ব্যক্তি ঈমান-একিন ও খালেস নিয়তের সাথে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ বলে, তার জন্য আসমানের দরজাগুলো খুলে যায়। এমনকি এই কালিমা আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়; যতক্ষণ পর্যন্ত সে বড় বড় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে।[৩]

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, 'যে ব্যক্তি জিকির করতে করতে তার সমস্যাগুলোর জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করার সুযোগ পায় না, আল্লাহ তার সকল বৈধ সমস্যা পূরণ করে দেন।'[৪]

---

১. হিসনে হাসিন, পৃষ্ঠা : ৩৯২
২. মেশকাত শরিফ, ১/২০১, হাদিস নং : ২৩০৯
৩. সুনানে তিরমিজি, ২/১৯৯, হাদিস নং : ৩৫৯০
৪. মেশকাত শরিফ, ১/১৮৬, হাদিস নং : ২১৩৬

অন্য এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট দোয়া করে এবং কিছু কামনা করে, সে যেন ইবাদত করল।'[১]

আরেক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, 'যে ব্যক্তি দোয়া করে, সে যেন জিকির করল। এতে প্রতীয়মান হয়, কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত দোয়াগুলো স্থান ও সময়ানুযায়ী পাঠকারী ব্যক্তি জাকিরিনের অন্তর্ভুক্ত হবে।'

দোয়ার ফজিলত ও গুরুত্ব

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, দোয়া একটি স্বতন্ত্র ইবাদত। এরপর নবীজি দলিল হিসেবে নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন,

قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۞ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ

'তোমাদের প্রভু বলেছেন, তোমরা আমার নিকট দোয়া করো, আমি তোমাদের দোয়া কবুল করব। নিশ্চয় যারা আমার ইবাদতে অহংকার করে, তারা লাঞ্ছিত হয়ে দোজখে প্রবেশ করবে।'[২]

ইবাদত-বন্দেগির অন্যতম শর্ত হলো আল্লাহর নিকট দোয়া করা। যে ব্যক্তি দোয়া করে না এবং দোয়াকে অস্বীকার করে, সে যেন কুফরি কাজ করল। গাইরুল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা (সে নবী কিংবা ওলি হোক) কুফরি। সব সময় আল্লাহর নিকটই দোয়া করা উচিত। আর আল্লাহর নিকট প্রয়োজনীয় বিষয় চাওয়া বান্দার উপর আবশ্যক, না চাওয়া অহংকারী; যা কুফরির নামান্তর। আল্লাহ তায়ালা এ সকল খারাপ কাজ থেকে সকল মুসলমানকে বেঁচে থাকার তাওফিক দান করুন। সদা-সর্বদা আল্লাহর নিকট দোয়া করার তাওফিক দান করুন।

উক্ত আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয়, বান্দা আল্লাহ তায়ালাকে ডাকলে, তার নিকট দোয়া করলে তিনি তা শোনেন এবং এর জবাব দেন। হয়তো বান্দার চাহিদা পূরণ করেন, নতুবা তার সমান বা তার চেয়ে উত্তম বস্তু তাকে দান করেন। আর যদি দুনিয়াতে দান করা উত্তম না ভাবেন, তাহলে এর বদলা আখেরাতে জমা রাখেন। এ বিষয়ে কয়েকটি হাদিস উল্লেখ করছি,

১. রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'তোমাদের মধ্যে যার জন্য আল্লাহ দোয়ার দরজা খুলে দিয়েছেন; অর্থাৎ যাকে দোয়া করার তাওফিক দান করেছেন, তার জন্য তিনি স্বীয় রহমতের দরজা খুলে

১. সুনানে তিরমিজি।

২. সুরা মুমিন, আয়াত : ৬০; সুনানে তিরমিজি, ২/১৭৫, হাদিস নং : ৩৩৭২

দিয়েছেন। আল্লাহর নিকট যত ধরনের দোয়া প্রার্থনা করা হয়, তার মধ্যে সবচে পছন্দনীয় দোয়া হল দুনিয়া ও আখেরাতে নিরাপত্তার দোয়া।'[১]

২. নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'দোয়া ছাড়া অন্য কিছু তাকদিরের সিদ্ধান্তকে বদলাতে পারে না। নেক আমল ছাড়া অন্য কিছু বয়স বৃদ্ধি করতে পারে না। অর্থাৎ আল্লাহর নিকট কান্নাকাটি করে দোয়া করলে তাকদিরে নির্ধারিত বালা-মুসিবতও দূর হয়ে যায়। এতে বোঝা যায়, দোয়ার কার্যকারিতা অনেক বেশি।'[২]

৩. রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'আল্লাহর নিকট দোয়া থেকে বড় কোনো জিনিস নেই।'[৩]

৪. নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট কিছু প্রার্থনা করে না, আল্লাহ তার প্রতি নাখোশ থাকেন।' এই হাদিসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এক বর্ণনায় এসেছে,

مَنْ لَمْ يَسْئَلِ اللهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ

'যে আল্লাহর নিকট দোয়া করে না, আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন।'[৪]

৫. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা আল্লাহর নিকট দোয়া করতে অক্ষম হোয়ো না। কারণ দোয়া করা অবস্থায় কোনো ব্যক্তি হঠাৎ দুর্ঘটনা কবলিত হয়ে মৃত্যুবরণ করবে না।[৫]

৬. রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি চায় আল্লাহ তার দোয়া বিপদ ও মুসিবতের সময় কবুল করুক, সে যেন সুখের দিনে বেশি বেশি দোয়া করে।[৬]

৭. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, দোয়া হল মুমিনের হাতিয়ার, দীনের স্তম্ভ এবং আসমান-জমিনের নুর।[৭]

৮. নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যদি কোনো মুসলমান কোনো জিনিস কামনা করে আল্লাহর দিকে চেহারা ফেরায়

১. সুনানে তিরমিজি, ২/১৯৫, হাদিস নং : ৩৫৪৮
২. মুসতাদরাক, ১/৪৯৩
৩. সুনানে তিরমিজি, ২/১৭৫, হাদিস নং : ৩৩৭০
৪. সুনানে তিরমিজি, ২/১৭৫, হাদিস নং : ৩৩৭৩
৫. ইবনে হিব্বান, পৃষ্ঠা : ৩৪০, হাদিস নং : ৮৭১
৬. সুনানে তিরমিজি, ২/১৭৫, হাদিস নং : ৩৩৮২
৭. মুসতাদরাক : ১/৪৯২